পয়লা বৈশাখে একলা বৈশাখী

পালি সরকার ঘোষ

পয়লা বৈশাখ মানে বাঙালী নববর্ষ, একটা নতুন বছরের শুরু, পুরনো কে পিছনে ফেলে আবার নতুন করে সব কিছু নতুন ভাবে শুরু করার দিন। আজ বৈশাখীর নতুন থিম বুটিক বৈশাখী'স ক্রিয়েশন এর শুভ উদ্বোধন ছিল। প্রচুর লোক এসেছিল সবাইকে অভ্যর্থনা করে খাইয়ে বুটিক বন্ধ করতে করতে প্রায় রাত বারোটা, বাড়ি ফিরে দেখে রানু মাসীর কাছে ওর ছেলে প্রিয়ম ঘুমোচ্ছে। বৈশাখী হাতমুখ ধুয়ে নাইটি পরে এসে একটু বসল, এত খাটা খাটনির পরেও চোখে ঘুম নেই। আজ ওর জন্মদিন তবে সেটা অনেক বছর ধরে পালন হয়না। বসে বসে স্মৃতির পাতা হাতড়ে চোখ ঝাপসা হয়ে এল, কিছু বছর আগের কথা বৈশাখী শ্বশুরবাড়িতে তখন, পয়লা বৈশাখে ওর বরের মার্কেটে দোকানের পূজা উপলক্ষে রাতে খাওয়া দাওয়া চলছিল বাড়িতে সেখানে ওদের পাঁচ বছরের ছেলে প্রিয়ম এসে হটাৎ গেস্টদের গায়ে খাবার ছুড়ে ফেলে আর চিৎকার করতে থাকে ঘটনার আকস্মিকতায় ওর শাশুড়ী ওর বর আর চিৎকার করতে থাকে তোর এই পাগল ছেলে নিয়ে এখুনি বেরিয়ে যা। আসলে ওদের ছেলের ব্রেন এ সমস্যা আছে ঠিকঠাক ডেভেলপ হচ্ছেনা ও নরমাল বাচ্চার থেকে একটু আলাদা ওর শাশুড়ী আর বর অনেক বার বলেছিল এরকম ছেলে দিয়ে কি হবে? ওকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসো আবার আরেকটা ছেলের জন্য চেস্টা কর। বৈশাখী পারেনি মা হয়ে অনাথ আশ্রমে বাচ্চা দিতে। আর সবার সামনে এত অপমানে ও শ্বশুরবাড়ি থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছিল ওরা আর ওদের দুজনের খোঁজ করেনি বৈশাখী ও আর ফিরে যায়নি। কিছুদিন পরে ওদের উকিল এসে ডিভোর্সের কাগজে সই করিয়ে নিয়ে যায় ওর বর আবার বিয়ে করেছে তবে ওদের আর কোনো সন্তান হয়নি।

বাবা মায়ের কাছে এসে বৈশাখী টিউশনি শুরু করে আর খুব ভালো ছবি আঁকতে পারত আর ভালো ক্রাফটের কাজ জানত বলে বাচ্চাদের স্কুলের প্রোজেক্ট করে দেওয়া, শাড়ীতে ছবি আঁকা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করত কখনো কারো বাড়িতে দেওয়ালে পেইন্টিং। বাবা মা ভীষন অপরাধ বোধে ভুগত কারন ওরাই দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিল। বাবা মা ও একমাত্র সন্তান এর এরকম অবস্থা দেখে মনঃকস্টে বেশীদিন আর বাঁচল না ওকে একা করে চলে গেল তারপর অনেক পথ একলা পেরিয়ে ও এই ঠিম বুটিক খুলেছে যেখানে লোকের চাহিদা মতো ও কাজ করে, মানে কেউ শাড়ী আঁকতে দিল তো কেউ পুজোর প্যান্ডেলে থিম চাইল তো কেউ বাচ্চাদের স্কুল প্রোজেক্ট চাইল ও আবার সাথে একটা পেইন্টিং এর আর্ট গ্যালারি

করেছে। সব কিছুই নিস্ঠার সাথে করে। ওর ছেলে আজ পনের বছরের পড়াশুনোটা ঠিক করে করতে পারেনি অন্য সব বাচ্চার মতো কিন্তু দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলার পরে ও এখন অনেকটাই স্বাভাবিক নিজের কাজ টা নিজেই করতে পারে আর খুব ভালো ছবি আঁকে কল্পনার সাথে মনেরমাধুরী মিশিয়ে অসম্ভব ভালো ছবি আঁকে আর ওর কাস্টমার দের কাছে প্রিয়মের আঁকা ছবির খুব চাহিদা। হটাৎ পাখির ডাকে ওর সম্বিত ফেরে, দেখে ভোর প্রায় হয়ে এসেছে। আবার একটা দিনের শুরু আবার একা একা পথ চলা। দীর্ঘশ্বাস গুলো কে হাওয়ায় উড়িয়ে ও ছেলের পাশে গিয়ে একটু শুয়ে পড়ল একটু খানি না ঘুমোলে কাল সারাদিনের লড়াই করার শক্তি কোথায় পাবে?